মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

১. আমি 2018-19 অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করতে যাচ্ছি।

২. ত্রিপুরার 37 লক্ষ জনগণের অভাবনীয় সহযোগ, আশীর্বাদ এবং উদ্যমের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) - IPFT সরকার ত্রিপুরার মানুষকে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছে। এবছরের শুরুতেই রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। 'চলো পাল্টাই' স্লোগানটি ত্রিপুরার নারী পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বনিতার আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরা চেয়েছিলেন নিজেদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে। ত্রিপুরার মানুষ এমন এক জোট সরকারকে বেছে নিয়েছে যার মধ্যে তাঁরা তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের বীজ এবং রাজ্যকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার দেখতে পেয়েছিল। দীর্ঘ বছর ধরে রাজ্যের লোক শাসক দলের প্রতিবন্ধকতামূলক সুযোগ সন্ধানী নীতি দেখে আসছিল যা সারা দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এরাজ্যের অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য আমরা আপ্লুত ও কৃতজ্ঞ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের ত্রিপুরাকে পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ত্রিপুরাবাসীর আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাঁদের কল্যাণে আমরা অবিরামভাবে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী।

৩. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার একজন যুবক ও উদ্যমী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করে চলেছে এবং আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা ত্রিপুরার প্রতিটি নাগরিকের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে চাই। এই প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতির দ্বারা পরিচালিত।

৪. 2018 সালে বিশ্বে প্রবৃদ্ধির হার খুবই গতিশীল। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী 2019 সালে প্রবৃদ্ধির হার 3.1 শতাংশে স্থিত হওয়ার কথা। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে এবং বিশ্বের বহু দেশেই তার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রবৃদ্ধির হার বাড়ার কারণ হলো বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও বিশ্ব দরবারে সংঘর্ষের কারণে যে ধরণের ঝুঁকি থাকে তার প্রবণতা হ্রাস পাওয়া। বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দক্ষ নেতৃত্বের কারণে 2017-18 অর্থ বছরে ভারতীয়

অর্থনীতি সারা বিশ্বে এক দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে উদ্ভুত হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি মজবুত, নমনীয় এবং আগামী দিনগুলিতে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে এই অর্থনীতির। 2017-18 অর্থ বছরের শেষ তিন মাসে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল 7.7 শতাংশ এবং ঐ অর্থ বছরের (2017-18) প্রতি তিন মাসেই প্রবৃদ্ধির হার ভাল ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'সংস্কার, কাজ এবং পরিবর্তন'এর মন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্রিপুরা সরকার এখন রাজ্যের উন্নয়ন ব্যবস্থায় অভিন্ন ও জনমুখী নীতি গ্রহণ করেছে। তার সাথে রয়েছে জনকল্যাণে গৃহীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির উপযুক্ত বাস্তবায়ন। ভারত সরকার নোট বাতিল এবং GST -র বাস্তবায়ন, এই দুই আর্থিক সংস্কার থেকে লাভবান হয়েছে এবং অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরা এই দুই সাহসী পদক্ষেপের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে স্বাগত জানাই।

৫. আমরা আশা করি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাড়তি আত্মবিশ্বাস, বিনিয়োগ এবং ভারত সরকারের সময়মত ও প্রয়োজনীয় সহায়তার ফলে ত্রিপুরার প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে এবং রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৬. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্বতন সরকারের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এবং রাজস্ব আদায় ছাড়া অন্তহীন ব্যয়ের ফলে বর্তমান সরকারের উপর মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা চেপেছে। ত্রিপুরার জনগণের সামনে বিগত সরকারের ভ্রান্তনীতিসম্পন্ন আর্থিক ব্যবস্থার ফলাফল বর্তমান সরকার এক শ্বেতপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এই শ্বেতপত্র বিগত সরকারের বিরাট আর্থিক ঘাটতি এবং গৃহীত অস্থিতিশীল আর্থিক নীতিকে প্রতিফলিত করে যা আমাদের পর্যাপ্ত সম্পদের উৎস ছাড়া একটা বিরাট দায়বদ্ধহীন ঋণের সম্মুখীন করেছে।

৭. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যে দীর্ঘদিন যাবত যে সমস্ত সমস্যা বা বিষয় অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে তার সমাধানে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। যাতে করে আমরা জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে, প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে এবং দারিদ্র দূরীকরণে সমর্থ হই। পূর্বতন সরকার দারিদ্রকে একটা প্রতীক হিসেবে ধারণ করতো। মুখোশের রাজনীতির পরিবর্তে ত্রিপুরায় এখন হবে উন্নয়নের রাজনীতি। गरीबी और सादगी के मुखौटे वाली नहीं यह जनता के विश्वास और विकास को समर्पित सरकार है।

৮. রাজ্য সরকার প্রতিটি দপ্তরের জন্য 100 দিনের কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমরা রাজ্যের জনগণের সামনে তাদের অবগতির জন্য এই 100 দিনের কাজের সাফল্য তুলে ধরবো। গত তিন মাসে প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে, স্বচ্ছতাকে প্রাধান্য দিতে এবং সরকার যে পক্ষপাতহীনভাবে, মতাদর্শ বিবেচনা না করে স্বজনপোষণহীনভাবে সকলের জন্য কাজ করছে তা নিশ্চিত করতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর 'নতুন ভারত' গঠনের সাথে সাযুজ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার এক নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার দিশায় এগিয়ে চলেছে।

৯. অধ্যক্ষ মহোদয়, 2022 সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি রূপরেখা তৈরী করেছেন। রাজ্যের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। প্রধানমন্ত্রীর এই রূপরেখা বাস্তবায়নে আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

১০. রাজ্যের বর্তমান জনসংখ্যার চাহিদার নিরিখে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে 2018-19-এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 9.80 লক্ষ টন যেখানে 2017-18-তে উৎপাদন হয়েছিল 8.54 লক্ষ টন। শ্রী পদ্ধতিতে এবং সংকরজাতীয় ধান চাষের এলাকা বাড়িয়ে ধান উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। 2018-19 অর্থ বছরে শ্রী পদ্ধতিতে 1 লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, যেখানে 2017-18 অর্থ বছরে 93,345 হেক্টর জমিতে শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে 60,000 হেক্টর জমিতে সংকর জাতীয় ধান চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যেখানে গত বছর (2017-18) চাষ হয়েছিল 52,631 হেক্টর জমিতে। এই উদ্যোগের ফলে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে তেমনি কৃষকরাও বেশী লাভবান হবেন।

১১. তাছাড়াও, রাজ্য সরকার শস্যের বৈচিত্র্যকরণ কর্মসূচীতে ঋতুকালীন পতিত জমি সদ্ব্যবহার করে ডাল এবং তৈলবীজ উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দিয়েছ। 2018-19 অর্থ বছরে ডাল চাষের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 34,755 হেক্টর যেখানে গত অর্থ বছরে 27,234 হেক্টর জমিতে ডাল চাষ করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে, 2018-19 অর্থ বছরে তৈলবীজ চাষের লক্ষ্যমাত্রা

নেওয়া হয়েছে 29,400 হেক্টর যেখানে গত অর্থবছরে 17,546 হেক্টর জমিতে তৈলবীজ চাষ করা হয়েছিল।

১২. প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার (PMFBY) আওতায় আরও বেশী জমি ও কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্য পরিকল্পনা তহবিলের রাজ্য সরকারের অংশীদারীত্ব ছাড়াও PMFBY প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন এলাকার কৃষকদের ঋণের বোঝা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পে ধান ও আলু চাষের আওতাধীন 21,500 হেক্টর এলাকাকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় নিয়ে আসা হবে। কৃষকদের ঘরের দরজায় উন্নত প্রযুক্তিগুলি দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার প্রতি কৃষি মহকুমায় পর্যায়ক্রমে 36টি কৃষকবন্ধু কেন্দ্র খুলবে।

১৩. যে কোন সমাজের বিকাশে কৃষক কল্যাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কৃষি দপ্তরের নতুন নাম কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে সাথেই প্রতিটি ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে। দপ্তরের এই নতুন নামাকরণ কোন আলঙ্কারিক পরিবর্তন নয়। বিগত দিনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বর্তমান সময়ের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করে কৃষিনীতি ও কর্মসূচি তৈরীর ক্ষেত্রে কৃষক কল্যাণের বিষয়টিকে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গুরুত্ব দিতেই এই নয়া নামাকরণ।

১৪. তৃতীয় ক্যাটাগরীর রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ত্রিপুরা কৃষি কর্মণ পুরস্কার পেয়েছে। এই পুরস্কার 24 মার্চ, 2018 তে নয়াদিল্লিতে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে জন প্রশাসনে উৎকর্ষতার নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে গত 21 এপ্রিল, 2018।

১৫. রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে উদ্যান পালনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী পাঁচ বছরে উদ্যান ফসল চাষের এলাকা দ্বিগুণ করতে এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সরকার রাজ্যের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকার খামারগুলিকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করতে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

শিল্পকে উন্নত করতে, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেবে। সম্প্রতি, রাজ্যের আনারস রপ্তানী করা হয়েছে এবং কুইন আনারসকে রাজ্য ফল হিসেবে ঘোষণা করেছেন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। উদ্দেশ্য হল ত্রিপুরার আনারসকে দেশ ও বিদেশের বাজারে তুলে ধরা।

আমাদের সরকার খুব শীঘ্রই রাজ্যে উদ্যান পালনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উন্নয়নে 'উদ্যান ভিশন' (Horticulture Vision)-এর ঘোষণা দেবে।

১৬. প্রাণী সম্পদের বিকাশ গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের লক্ষ্য হল প্রাণীজ খাদ্যে স্থায়ী উন্নয়ন এবং স্বয়ম্ভরতা অর্জন। রাজ্য সরকার কৃষি ও মৎস্য দপ্তরের পূর্ণ সহায়তায় কৃষকদের মধ্যে সুসংহত কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে 2022 সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

১৭. তাছাড়াও, ব্লক পর্যায়ের ব্রুডার হাউস প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে হাঁস-মোরগ বন্টন এবং জনজাতি কৃষকদের আয় বাড়াতে বড় সাদা ইয়র্কশায়ার শূকরছানা বন্টন এবং রাজ্যে আরও প্রজনন শিবিরের আয়োজনের মাধ্যমে গাভীর কৃত্রিম প্রজনন বাড়াতে পরিকল্পনা নিচ্ছে সরকার।

১৮. ত্রিপুরা ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য যেখানে 95 শতাংশ মানুষ মৎস্যভোজী এবং টাটকা ও প্রক্রিয়াজাত মাছ রাজ্যের জনজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য সুখাদ্য। দেশের অ-উপকুলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আমাদের রাজ্যে জনপ্রতি মাছের চাহিদা সবচেয়ে বেশি বলে রিপোর্ট রয়েছে। মাছের গুণগত ও সংখ্যাগত চাহিদার কথা বিবেচনা করে সরকার মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো ও চাহিদা পূরণে এবং বর্তমান মাছের চাহিদার শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য স্থানীয়ভাবে মাছ চাষ থেকে সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

১৯. চলতি অর্থবর্ষে মৎস্য উৎপাদনের বিভিন্ন বড় প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করে মাছের উৎপাদন 77 হাজার 630 টন অতিক্রম করার জন্য মৎস্য উৎপাদনে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

২০. মানব সমাজের সামনে আজ সবচেয়ে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আবহাওয়ার পরিবর্তন। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির প্রতিশ্রুতি, International Solar Alliance এবং অন্যান্য বিভিন্ন উদ্যোগকে পূর্ণ করার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকারের মাধ্যমে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে Global Leader হিসাবে পরিচিত হয়েছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবকে প্রশমিত করতে আমাদের বন ও জৈব বৈচিত্রকে রক্ষা করতে হবে। ত্রিপুরা জৈব বৈচিত্রে সমৃদ্ধ। এই জৈব বৈচিত্রকে রক্ষা করলে মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবন জীবিকার পথকে প্রশস্ত করবে। এই ক্ষেত্রে সরকার প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করতে জনগণের অংশগ্রহণে ত্রিপুরায় JICA এবং IGDC প্রকল্প কার্যকর হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ 2018-19 অর্থবর্ষে কার্যকর করা হবে।

২১. ত্রিপুরায় বন এবং বন্যপ্রাণী নির্ভর Eco Tourism এবং Adventure Tourism উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এতে জনগণের জন্য বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে। পর্যটক আগমনে সম্ভাব্য বৃদ্ধির নিরিখে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের আওতায় অভয়ারণ্য এবং অন্যান্য বন এলাকায় পর্যটন বিষয়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্বতন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র পর্যটকদেরই এই রাজ্যের সৌন্দর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি, এ রাজ্যের জনগণ বিশেষ করে জনজাতিদের অর্থবহ ও স্থায়ী জীবিকা ও উপার্জনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। এই পদক্ষেপ দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করবে Ecological Balance এবং Eco Tourism।

২২. জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা নির্বাহ মিশন (National Rural Livelihood Mission) প্রকল্পের অধীনে 100 দিন সময়কালে 892 টি নতুন স্ব-সহায়ক দল (SHG) গঠন করা হয়েছে যা 2017-18 সালে সারা বছরে গঠিত 1713 টির তুলনায় 52 শতাংশ-এর বেশি। এই নতুন স্ব-সহায়ক দলগুলির মাধ্যমে মোট 8138 টি পরিবারকে সংগঠিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'মায়ের আশীর্বাদ' নামক জোলাইবাড়ির একটি স্ব-সহায়ক দল উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য 11 জুন, 2018 নয়াদিল্লীতে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

২৩. গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তর 100 দিন সময়সীমার মধ্যে 3631 জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীদের সক্ষমতা গড়ে তোলার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহারে উৎসাহিত করার

ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য আমাদের রাজ্যকে গত 24 এপ্রিল, 2018 জাতীয় পঞ্চায়েত দিবসে জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

২৪. এপ্রিল-মে 2018 এই সময়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মোট 12.58 লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে যা গত বছরে এই একই সময়ে ছিল 6.50 লক্ষ শ্রম দিবস। এইবছর ক্ষেত্র পর্যায়ে ব্যাপক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই সাফল্য এসেছে যখন গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া, সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আয় উপার্জনের লক্ষ্যে MGNREGA প্রকল্পের অধীনে এই বছর 10,000 একর এলাকায় বাঁশ ও অন্যান্য বাগিচার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এম জি এন রেগা প্রকল্প রূপায়ণের গুণগত মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের নথিপত্রগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, জব কার্ডের নিয়মিত আপডেট, যাচাই এবং প্রত্যেকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে নাগরিকদের জন্য সঠিক তথ্য-সম্বলিত বোর্ড স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে প্রথমবারের মতো জেলা ও ব্লক স্তরে 45 টি সুশাসন কর্মশালা (Good Governance Workshop) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে 23,418 টি সম্পদের Geo Tag করা হয়েছে।

২৫. আমাদের সরকার রাজ্যের প্রতিটি কোণে সমাজের প্রতিটি বিভাগের অগ্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারী সুবিধা পৌঁছে দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় দর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।

২৬. জনজাতিদের সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে রাজ্য সরকার সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। এই লক্ষ্যে জনজাতিদের জন্য শিক্ষার পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি, সংস্কৃতির উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

২৭. মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অন্যান্য পেশাগত কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার জন্য তৈরী করতে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্রি কোচিং

ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা I.A.S. পরীক্ষায় বসার জন্য নতুন দিল্লী এবং আগরতলাতে ফ্রি কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৮. 2018-19 অর্থবর্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী রূপায়ণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ, প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ, মেরিট অ্যাওয়ার্ড, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, ড্রপ আউটদের কোচিং দেওয়া, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং কোচিং হাউসগুলির পুনঃনির্মাণ করা ইত্যাদি।

২৯. সরকার আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে তপশিলী জাতি / জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড দিন প্রতি 55 টাকা থেকে বাড়িয়ে 65 টাকা করা হচ্ছে। এতে সরকারের বছরে 7.80 কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে এবং উপকৃত হবেন 26000 জন ছাত্রছাত্রী।

৩০. তফশিলী জাতি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে সরকার অগ্রাধিকার দেবে। আমরা তাঁদের সমন্বিত উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের গুণগত শিক্ষা, পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করব। রাজ্য সরকার তাঁদের দক্ষতা উন্নয়ন, ঋণ প্রদান এবং স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তায় অগ্রাধিকার দেবে। সরকার বিভিন্ন সংস্থা যেমন SC Corporation, OBC Corporation and Minorities Corporation-এর মাধ্যমে ঋণ দিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। সরকার সমাজের তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি এবং সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুচ্ছ প্রকল্প হাতে নেবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ নীতি কার্যকর হবে।

৩১. জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA)-2013 অনুসারে আমাদের সরকার 25 লক্ষ সুবিধাভোগীকে দুইটি ক্যাটাগরিতে যেমন অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY) এবং প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড (PHH) প্রকল্পের আওতায় খাদ্যের যোগান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্য সরকার দুই টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহ করছে যেখানে ভারত সরকারের ভূর্তুকি চালের নির্ধারিত মূল্য প্রতি কেজি 3 টাকা এবং এর জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বছরে 16.5 কোটি টাকা ভূর্তুকি বাবদ ব্যয় হচ্ছে। যে

সমস্ত পরিবার ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (NFSA) এর আওতার বাইরে রয়েছে তাঁদেরকে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে 13 টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। ভারত সরকারের সংশোধিত চিনি আইন অনুযায়ী অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার (AAY) অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলিকে কার্ড পিছু প্রতি মাসে 1 কেজি করে চিনি নায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভর্তুকিমূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্প যেমন অন্নপূর্ণা, স্ববলা, WBNP, SNP এবং MDM প্রকল্পেও নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে Beneficiaries -দের চাল সরবরাহ করা হচ্ছে।

৩২. সরকার প্রত্যেক রেশন কার্ডধারীকে প্রতিমাসে 2 কেজি ডাল এবং 1 লিটার সরিষার তেল এর ভর্তুকি মূল্য বাবদ 65 টাকা প্রদান করছে। উল্লেখ্য যে, আয়ের কথা বিবেচনা না করে সবার জন্য এই ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা সকলে একমত হবেন যে ভর্তুকির মূল উদ্দেশ্য সাধন করতে সঠিক দিশায় তা পরিচালিত হওয়া দরকার। আমরা প্রস্তাব করছি সেই সমস্ত পরিবারদের জন্য ভর্তুকি তুলে দিতে যে সমস্ত পরিবার NFS এর সুবিধাভোগী নয় যাতে আরও বেশি দরিদ্র পরিবারকে এই সুবিধা প্রদান করা যায় এবং পরিহার্য ব্যয় কমানো যায়।

৩৩. গণবন্টন ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে 1806 টি নায্যমূল্যের দোকানের মধ্যে 1748 টি নায্যমূল্যের দোকান থেকে আধার সংযোগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে। গণবন্টন ব্যবস্থায় Buffer Stock-এর পর্যাপ্ত মজুত রাখার জন্য আরো 3500 MT মজুত ক্ষমতা বাড়ানো হবে। বর্তমান মজুত ক্ষমতা রয়েছে 68,500 MT। দুর্গম উপজাতি এলাকার জনসাধারণ যাতে অনাহারে না থাকে সেই দিকটি সুনিশ্চিত করার জন্য ঐ সমস্ত এলাকাগুলিকে ‘Distress Para’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

৩৪. সরকার রাজ্যের সমস্ত অংশের জনসাধারণের জন্য গুণগত, সহজলক্ষ্য এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সরকার হাসপাতালের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিকল্পে সমস্ত সরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী, যন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে। GBP Hospital, IGM এবং Cancer Hospital-এর পরিকাঠামো এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কাজ করবে। দুঃস্থ রোগীদের কল্যাণে সরকার জেলা ও মহকুমা

হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগের মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩৫. বর্তমানে সরকার রাজ্যের 1 টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, 6 টি রাজ্য হাসপাতাল, সহ 6 টি জেলা হাসপাতাল, 12 টি মহকুমা হাসপাতাল, 22 টি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, 108 টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং 1025 টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, জরুরি পরিষেবা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছে।

৩৬. রাজ্য সরকার AGMC-এর এবং GBP Hospital Complex Block-II, B+G+6 Building এবং ক্যান্সার হাসপাতালের Linac Block এবং IGM হাসপাতালের 3টি ব্লক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করছে। সরকার জিবি পন্থ হাসপাতাল কমপ্লেক্সের 7 টি সুপার স্পেশালিটি নিয়ে সুপার স্পেশালিটি ব্লক নির্মাণের কাজ তরান্বিত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। ধর্মনগরের উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল, উদয়পুরের গোমতী জেলা হাসপাতাল এবং শান্তিরবাজারের দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে ত্রিস্তরীয় 3টি Trauma Center নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। আরও ছয়টি মহকুমা / মহকুমা পর্যায়ের হাসপাতাল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। আগরতলার দুর্জয়নগরে একটি ANM প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। আগরতলার GBP হাসপাতালে, উদয়পুরের গোমতী জেলা হাসপাতালে এবং বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে MCH শাখা নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সমাজের একটা বিরাট অংশকে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনতে Ayushman Bharat নামে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের সক্রিয় রূপায়নে এবং সমাজের একটা বিরাট অংশকে প্রকল্পের সুবিধা দিতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর (জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ)।

৩৭. বর্তমানে 20টি জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার রয়েছে। আমরা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও 8টি জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার খোলার পরিকল্পনা করছি। ঊনকোটি, ধলাই, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় 4 টি কার্ডিয়াক ইউনিট খোলা হবে এবং এইগুলির জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এইমস / চণ্ডীগড়ের PGIMER থেকে প্রশিক্ষণ করিয়ে আনা হবে। LFT, KFT, Lipid Profile, Diabetes Profile ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য 4 টি ভ্রাম্যমান পরীক্ষাগার তৈরী করা হবে এবং এইগুলি ব্যবহার

করা হবে পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য। জেলা হাসপাতালগুলিতে Day Care Chemo Therapy সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে চিকিৎসক এবং সেবিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৩৮. সরকার এই প্রথম সরকার পরিচালিত এবং বেসরকারী (সোসাইটি) পরিচালিত কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির জন্য কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করেছে। এই বৎসর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় একটি ANM বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। ত্রিপুরায় একটি State Level Peramedical Sciences Institute এবং আগরতলায় মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে সরকারিভাবে একটি Peramedical College স্থাপন করার কাজ হাতে নেবে।

৩৯. স্টাফ নার্সদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে GBP Hospital and AGMC,TMC, Hapania এবং District Hospital, Unakoti-তে Skill Labs স্থাপন করা হবে। 24x7 ভিত্তিতে বিশেষত JSSK সুবিধাভোগীদের 102 কল সেন্টার ডায়েলের সংযোগের মাধ্যমে রোগীদের বিনামূল্যে পরিবহণের ব্যবস্থা চালু করা হবে। GPS যুক্ত এই ব্যবস্থায় Basic Life Support-এর সুবিধা থাকবে। রোগীদের পরিবহণের জন্য কেন্দ্রীয় কল সেন্টার 102-এর সাথে বর্তমানে যে 148 টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে সেগুলিকেও যুক্ত করা হবে। প্রতিটি কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকাল 5.30 পর্যন্ত রোগীদের জন্য এই পরিবহণ ব্যবস্থা চালু থাকবে। 104 টোল ফ্রী নম্বরের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন, প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগ নথিভূক্ত করণ করার জন্য 24x7 ভিত্তিতে 104 Health Helpline এবং অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪০. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মীদের জীবিকার সুরক্ষা, অধিকার, কল্যাণ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যে 24 টি আইন বলবৎ রয়েছে। রাজ্যের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প রাজ্যে রূপায়ণ করা হচ্ছে।

৪১. ত্রিপুরায় গুণগত শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিগত সরকারের অপ্রত্যাশিত অগ্রাধিকারের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ পরিকাঠামো তৈরী হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলও সন্তোষজনক হয়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে

সম্পদের উপযুক্ত বরাদ্দ দিয়ে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভাল শিক্ষকের কাছ থেকে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করে ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সরকার চেষ্টা করবে। শিক্ষকদের তথ্য ও প্রযুক্তি (ICT) ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার উপযুক্ত প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করছে।

৪২. বুনিয়াদী শিক্ষা স্তরের 3,346 টি বিদ্যালয়ে 5,59,885 জন শিশু পড়াশুনা করছে এবং এই ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে সমস্ত প্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাকে বাড়াতে 'উদ্দীপন' নামক একটি উদ্ভাবনী শিক্ষা দান - শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। 11 টি শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ব্লক (EBB) সহ রাজ্যের তফশিলী জাতি, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার 1333 টি বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। Mid-Day-Meal কর্মসূচীতে 4471 টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং 2097 টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট 4,65,525 জন ছাত্রছাত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণের জন্য রাজ্যে Automated Monitoring System চালু করা হয়েছে।

৪৩. রাজ্যে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে 50 এর অধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে সেখানে Mid-Day-Meal রান্নার জন্য LPG সংযোগ প্রদান করার প্রস্তাব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি। এই সুবিধার আওতায় আসবে 3678 টি বিদ্যালয় এবং এতে বার্ষিক অতিরিক্ত খরচ হবে 4.96 কোটি। রাজ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের তীব্র স্বল্পতা রয়েছে। বিগত বছর গুলিতে রাজ্য সরকারের প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগের প্রচেষ্টা সফল হয়নি তার অদূরদর্শিতা ও অস্বচ্ছ নিয়োগ নীতির কারণে। সেইজন্য বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে চলতি বছরে রাজ্যে 4টি নতুন B Ed কলেজ যথাক্রমে ধর্মনগর, বিলোনীয়া এবং আগরতলায় (2টি) স্থাপন করার প্রস্তাব করছি। আগরতলার দুটি কলেজের মধ্যে একটি হবে শুধু মহিলাদের জন্য। রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কাছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের এটা একটা বিরাট সুযোগ। আমি আনন্দিত আপনাদের জানিয়ে যে রাজ্যের উপযুক্ত যুবক-যুবতীরা বহিঃরাজ্যের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে যাতে B Ed কোর্স করতে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প চালুর প্রস্তাব রাখছি। আগামী ৫ বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রশিক্ষিত শিক্ষকের স্বল্পতা নিরসনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বেসরকারী B Ed কলেজ স্থাপন করার জন্য উৎসাহিত করবে।

৪৪.	ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত 5 জন ছাত্র ছাত্রীকে সরকার থেকে Tablets / Computer দিয়ে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সাথে এস সি, এস টি, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত 5 জন ছাত্র ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হবে। তাছাড়া, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তাদেরকেও পুরস্কৃত করা হবে।

৪৫.	রাজ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে আগরতলা NIT Complex-এ 2018-19 শিক্ষাবর্ষ থেকে Indian Institute of Information Technology (IIIT) চালু করার মতো একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত সরকার সঠিক সময়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করার ফলে প্রকল্প ব্যয় মোট ব্যয় বরাদ্দের চাইতে ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে। যদি বিগত সরকার অকারণে বিলম্ব না করত তাহলে এই ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হত না।

৪৬.	সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। শিশু, কিশোরী, মহিলা, দিব্যাঙ্গনজন এবং প্রবীণদের কল্যাণ, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচী রূপায়ণ করছে আমাদের সরকার। অসহায় মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অবহেলিত অসহায় অংশকে পেনশন প্রদান করা হয়েছে।

৪৭.	33 টি সামাজিক সুরক্ষা ভাতা প্রকল্পে 4.22 লক্ষের অধিক সুবিধাভোগী প্রকল্পের নির্দিষ্ট সুবিধা লাভ করছে। আমরা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদানের জন্য 300 কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ দিয়েছি। 56 টি ICDS প্রকল্পে এর আওতায় 9911 টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে 3.49 লক্ষের মত শিশু ও 75,000 গর্ভবতী ও প্রসূতী মায়ের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৪৮.	সরকার সামাজিক সুরক্ষা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে প্রকৃত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিরাই এই সামাজিক ভাতার সুযোগ পায়। এই লক্ষ্যে সরকার রাজ্যে অযোগ্য, মৃত এবং জাল নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ভাতা প্রকল্পের পর্যালোচনা করা হবে।

৪৯.	রাজ্য সরকার Tripura Victim Compensation Scheme-2018 বাস্তবায়নের অনুমোদন দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে Central Victim Compensation

Fund Scheme-এর সাথে সাযুজ্য রেখে পূর্বতন প্রকল্পের এটি উন্নত সংস্করণ।

৫০. খেলাধূলা, ক্রীড়া এবং যুব বিষয়ে ত্রিপুরার চমৎকার রেকর্ড রয়েছে। রাজ্যের যুব প্রতিভাদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে সরকার মনোযোগী এবং এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ সমাজ গঠনে একটি ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তুলতে 'খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা'-র শ্লোগান দিয়েছেন।

৫১. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার প্রতিভাবান এবং গুণী যুবক যুবতীরা যাতে তাঁদের জীবনে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করতে পারে সেজন্য তাঁদের পুরস্কৃত করতে আগ্রহী। তাই শিক্ষা, ক্রীড়া এবং খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত প্রতিভাবান এবং গুণী যুবক যুবতীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে আর্থিক ইনসেনটিভ প্রদান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরষ্কার নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব দিচ্ছি। এই পুরস্কারটি জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে শুধুমাত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে মেধা ও সাফল্যের জন্য দেওয়া হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত নীতি নির্দেশিকা জারি করা হবে।

৫২. আমাদের সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির উন্নয়নের বিষয়টিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রত্যেক জেলায় নানা সাংস্কৃতিক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজনের মাধ্যমে অসংখ্য স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণ, তাদের উৎসাহ প্রদান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বহু স্থানীয় শিল্পী এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় ও প্রতিভা প্রদর্শনে সক্ষম হয়।

৫৩. যেকোন ধরণের ভয় বা পক্ষপাতিত্বকে উপেক্ষা করে সঠিক সামাজিক ন্যায় প্রদান করা আমাদের সরকারের নীতি। শিশু, মহিলা ও প্রৌঢ়দের নির্যাতন সংক্রান্ত মামলায় দোষীদের বিচারে সরকার বিশেষ সতর্কমূলক ব্যবস্থা নেবে। আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, খোয়াই, ধলাই ও সিপাহিজলা জেলায় নতুন 3টি জেলা আদালত গড়ে তোলা হবে। ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে রাজ্যের মানুষের কাজে ন্যায় বিচার পৌঁছে দিতে আমাদের সরকার সম্ভাব্য সমস্ত পদক্ষেপ নেবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে

ধরতে চাই। এমন বেশ কিছু পুরানো এবং অতি পুরানো আইন রয়েছে যেগুলি এখন ঐতিহাসিক নিদর্শন মাত্র। সেগুলি আইনী পুস্তকে এখনও রয়ে গেছে, যা সাধারণ নাগরিকদের কাছে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫৪. প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত কেন্দ্রীয় আইনগুলিকে পর্যালোচনা করার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। বিগত চার বছরে 1200-এর বেশী আইনকে কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, 'চলো পাল্টাই' শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক শ্লোগানই ছিলো না, ত্রিপুরাবাসীর জীবনে চোখে পড়ার মতো। প্রকৃত অর্থেই পরিবর্তন আনতে, এই শ্লোগান ছিল আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের সরকার একটি কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করছে, যে কমিটি পুরানো ও অতি পুরানো আইনের ব্যাপক পর্যালোচনা করার কাজ হাতে নেবে এবং অপ্রচলিত আইন এবং যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সেগুলিকে বাতিল করার জন্য পরামর্শ দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে 'ইকোনমিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া'-তে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে তার মূল বিষয়গুলিকে নজরে রেখে আমাদের সরকার আইনের ধারা এবং নিয়মগুলির ইতিবাচক পর্যালোচনার কাজ হাতে নেবে। নাগরিকদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য রয়েছে তা সুনিশ্চিত করতে এগুলি এখন রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫৫. আমাদের এই নতুন সরকার রাজ্যের সব গ্রামগুলিকে যুক্ত করার লক্ষ্যে একটি সর্ব ঋতু উপযোগী সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরী ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়নের প্রতি অগ্রাধিকার দিচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত রাজ্যের 8,132 টি বসতি এলাকার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতাভুক্ত 3,693 টি বসতি সহ 7287 টি বসতিকে সর্ব ঋতু উপযোগী সড়ক দ্বারা যুক্ত করার প্রচেষ্টা এবং বর্তমানে আরও 432টি বসতিকে সংযোগের কাজ চলছে।

৫৬. বর্তমানে রাজ্যে জাতীয় সড়কের সংখ্যা বেড়ে 6টি হয়েছে। এই সড়কগুলির দৈর্ঘ্য 853 কিমি এবং আরও 4টি রাস্তাকে জাতীয় সড়ক পর্যায়ে উন্নীত করার কথা নীতিগতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই চারটি রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য 229.25 কিমি। আগরতলা-উদয়পুর-সাব্রুম জাতীয় সড়কের 121 কিমি রাস্তার উন্নতি ও ডবল লেন-এ প্রশস্তিকরণ (Paved Shoulder) -এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে এবং 2018 সালের

মার্চ মাসের মধ্যে 100 কিমি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে সম্প্রতি উদয়পুর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রাস্তা উদ্বোধন করে গেছেন ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আমাদের সরকার ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাপ্ত করার চেষ্টা করছে।

৫৭. আগরতলায় নির্মিয়মান উড়ালপুলের কাজও কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৫৮. রাজ্য সরকার ত্রিপুরা গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি বসতি এলাকায় পাইপ লাইনে সুরক্ষিত এবং স্থায়ী পানীয় জলের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। 2014 সালকে ভিত্তি বছর ধরে 8,723টি বসতিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে, 6,118টি বসতিতে দৈনিক জনপ্রতি 40 লিটার হিসাবে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এই হিসেবে সম্পূর্ণভাবে এগুলিতে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং 2,587 টি বসতি যেখানে দৈনিক জনপ্রতি 10 থেকে 40 লিটার পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলিকে আংশিকভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে বলে ধরা হবে। মোহনপুর ছাড়া রাজ্যের সবকটি নগর এলাকায় পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সাব্রুমে একটি ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল শোধনাগার এবং বিশালগর নগর এলাকায় একটি ভূ-গর্ভস্থ জল শোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে।

৫৯. 2017-18 অর্থবছরে, 6টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল শোধনাগার প্রকল্প, 7টি উদ্ভাবনী প্রকল্প, 66টি গভীর নলকূপ, 10 টি Iron Removal Plant, 21টি ভূ-গর্ভস্থ জল শোধনাগার প্রকল্প, 69টি অগভীর নলকূপ এবং 109 টি পানীয় জলের স্থানীয় উৎস সৃষ্টি করা হয়েছে। আরও 17টি গভীর নলকূপ, 36টি অগভীর নলকূপ, 1টি Iron Removal Plant এবং 2টি উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে 7টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল শোধনাগার প্রকল্প, 11টি ভূগর্ভস্থ জল শোধনাগার প্রকল্প, 6টি আয়রণ রিম্যুভাল প্ল্যান্ট, 91 টি গভীর নলকূপ, 30টি অগভীর নলকূপ এবং 14টি উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পের কাজ চলছে। উল্লিখিত প্রকল্পগুলিতে 349.20 কিমি পাইপ লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং আরও 61.56 কিমি পাইপ লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

৬০. পানীয় জলের পরিষেবা উন্নীতকরণে 2018-19 অর্থবছরে 7টি নতুন ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল শোধনাগার প্রকল্প, 33টি ভূগর্ভস্থ জল শোধনাগার প্রকল্প এবং 16টি আয়রণ রিম্যুভাল প্লান্ট, 267টি গভীর নলকূপ খনন, বর্তমানে চালু 240টি গভীর নলকূপের উদ্বোধন, 238 টি অগভীর নলকূপের খনন ও উদ্বোধন এবং 38 টি উদ্ভাবনী প্রকল্পের কাজ রূপায়ণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের 18টি পিছিয়ে থাকা বসতিকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পানীয় জল সরবরাহের আওতায় আনা যাবে। পরিবর্তিত করা এবং 650টি আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত বসতিকে সম্পূর্ণভাবে সরবরাহকৃত শ্রেণীর আওতায় আনা যাবে।

৬১. গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে 100 শতাংশ স্বচ্ছতা ও স্বাস্থ্যবিধির অভ্যাস সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার ব্যাপক হারে তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ভিত্তিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণের কাজও চলছে। রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও ভিলেজ কমিটি এলাকায় উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভ্যাসমুক্ত করতে এই উদ্যোগ। এই লক্ষ্যে 2017-18 সালে সর্বমোট 30241 টি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে আরও 50084 টি শৌচালয় নির্মানের কাজ চলছে। তাছাড়া, রাজ্য সরকার স্বচ্ছ ভারত কোষ ট্রাষ্টের আওতায় 16855 টি অচল শৌচালয় পুনঃনির্মাণ করিয়েছে এবং আরও 22249 টি শৌচালয়ের পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে। 2017-18 বছরের অসম্পূর্ণ কাজ ছাড়াও নতুন 162728 টি পারিবারিক শৌচালয় ও 36টি সামাজিক স্বচ্ছতা কমপ্লেক্স তৈরী এবং 68,606 টি অচল শৌচালয়ের পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যমাত্র নেওয়া হয়েছে।

৬২. আমাদের প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্য রেখে রাজ্য সরকার 2018-এর 15ই আগষ্টের মধ্যে রাজ্যকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভ্যাসমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৬৩. রাজ্যে মোট 2,55,241 হেক্টর চাষযোগ্য জমি রয়েছে এর মধ্যে 31 মার্চ, 2018 তারিখ পর্যন্ত 1,16,659 হেক্টর এলাকাকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। 2021-22 সালের মধ্যে 1,40,380 হেক্টর কৃষি জমিকে সম্পূর্ণভাবে সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কার্য পরিকল্পনা নিয়েছে, চলতি বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের জলকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প

রূপায়ণ করার সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

৬৪. নগরোন্নয়নের লক্ষ্য হল নাগরিক জীবনের মান উন্নয়ন, ন্যায় পরিষেবা ও সম্পদের উন্নয়ন করা। নগর এলাকায় জনগণকে আধুনিক পরিকাঠামোসহ নিরাপদ, সুনিশ্চিত পরিষেবা প্রদান করতে সরকার দায়বদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে অবশিষ্ট সকল বেনিফিসিয়ারীদের প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করার রাজ্য সরকার প্রস্তাব রাখছে। এছাড়াও স্বচ্ছ ভারত মিশন, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা এবং ত্রিপুরা আরবান এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম দ্রুততার সাথে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার এই বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে 32,876 টি পাকাবাড়ি নির্মাণের প্রস্তাব করছে। পূর্বতন রাজীব আবাস যোজনায় 2348 টি বসতি ঘর নির্মাণের জন্য ত্রিপুরা সরকার যে প্রস্তাব রেখেছে তা ভারত সরকার অনুমোদন দিয়েছে, যার কাজ প্রায় শেষ এবং বাড়ি 657 টি বসতি ঘরের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। আগরতলা শহরকে বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। যাতে নাগরিকরা এর সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেন। 165.86 কোটি ব্যয়ে বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলি রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে।

৬৫. প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বে দেশে স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজ এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর এই মিশনে অংশগ্রহণ করে আমরা গর্বিত অনুভব করছি। সকল নগর এলাকার স্বশাসিত ও সংস্থাগুলি 12 হাজার টাকা ব্যয়ে ব্যক্তিগত শৌচাগার এবং সমষ্টিগত শৌচালয় নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের অভিপ্রায় হল এই বছরেই সকল নগর এলাকাকে উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগের অভ্যাস মুক্ত করা। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা এখন 32টি স্থানীয় নগর সংস্থাগুলিতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

৬৬. নগর এলাকাগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকার জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দীর্ঘস্থায়ী ভাবে সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এবং জলের অপচয় রোধ করতে পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত রাজস্বের হার সংশোধিত করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

৬৭. আগরতলাকে প্রকৃতরূপে একটি স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বাৎসরিক বন্যার কবল থেকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার হাওড়া নদীর উজান অঞ্চলে

দুটি জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব দিচ্ছি। তার মধ্যে একটি জলাধার হবে চম্পকনগরের কাছাকাছি (আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে 50 কোটি টাকা) এবং অপরটি হবে চম্পাইবাড়ির কাছে চম্পাইছড়াতে আনুমানিক 125 কোটি টাকা ব্যয়ে । একটি DPR তৈরির জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে 6 কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি মঞ্জুর হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় (নর্থ-ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্টাকচার ডেভল্যাপমেন্ট স্কিম)।

৬৮. বিদ্যুতের সাশ্রয় ও LED বাল্ব ব্যবহার বাড়ানোর জন্যে রাজ্য মন্ত্রিসভা এক মাসের এক বিশেষ প্রচার অভিযান কর্মসূচি নিয়েছিল। আগরতলা পুর নিগম এলাকার বর্ধিত অংশ ছাড়াও সমস্ত নগর এলাকায় স্ট্রিট লাইটগুলিকে LED বাল্বে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। রাজ্যে 7.4 লক্ষ ভোক্তার জন্যে 9.43 লক্ষ LED বাল্ব ও টিউব বিক্রি করা হয়েছে। একমাত্র LED বাল্ব ব্যবহারের ফলেই রাজ্যে সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে (Peak Hour) বিদ্যুতের চাহিদা 25 মেগাওয়াট কমানো গেছে। এতে 49 কোটি টাকা সাশ্রয় করা গেছে। 2017-18 বছরে ঊনকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা LED বাল্ব বন্টন কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশী সাফল্যের জন্যে বিদ্যুৎ মন্ত্রকের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। গ্রাম স্বরাজ অভিযানের আওতায় সবচেয়ে বেশী সফল গ্রামগুলিকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৬৯. রাজ্য সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে 2018-19 অর্থ বছরে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে 10 শতাংশ। মে, 2018-এর সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে দেখা গেছে গড়ে 26.57 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে, যা 2017-18 সালের সর্বোচ্চ চাহিদার 10.87 শতাংশ।

৭০. 2 মে 2018 তারিখে TSECL উন্নত IT enabled Consumer Services চালু করেছে তার অঙ্গ হিসেবে অন লাইনে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে।

৭১. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজী ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নকল্পে HIRA-এর কথা বলেছে। HIRA বলতে বোঝায় High Ways, I-Ways, Railways & Air Ways । Land Locked অবস্থানের জন্য ত্রিপুরাকে সাধারণত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসেবে ধরা হয়। যাইহোক, কেন্দ্রীয় সরকারের নিরন্তর গুরুত্ব প্রদান এবং আমাদের মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের একান্ত প্রচেষ্টা ও সংকল্পের ফলে আমাদের সরকার ত্রিপুরাকে সর্বাগ্রে নিয়ে যেতে এবং এই রাজ্যকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ দ্বার বানানোর কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে-এই অঞ্চলকে প্রবেশ-দ্বার হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যে রেলপথ নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার ভারত সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

৭২. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সম্মানিত সদস্যরা অবগত রয়েছেন যে, গর্জি পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হয়ে গেছে এবং আগরতলা থেকে উদয়পুর ও উদয়পুর থেকে গর্জি পর্যন্ত যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা চালু হয়েছে। গর্জি থেকে বিলোনীয় পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিলোনিয়া থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের কাজ 2019 সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আগরতলা -আখাউড়া রেললাইন প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই প্রকল্পটি ভারতীয় রেল নেটওয়ার্ককে বাংলাদেশের রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করবে। যার ফলে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে দেশের অন্যান্য অংশের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠবে। আশুগঞ্জ এবং চিটাগাং এর মত গুরুত্বপূর্ণ বন্দরকে ব্যবহার করে পণ্য পরিবহণ ও পরিষেবার ক্ষেত্রটি আরও সহজতর হবে। এই প্রকল্পের জন্য ডোনার মন্ত্রক থেকে 580 কোটি টাকার মঞ্জুরি পাওয়া গেছে। এন.এফ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

৭৩. রেলওয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা এই রাজ্যে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। সমস্ত প্রকল্পগুলি যখন বাস্তবায়িত হবে তখন সমগ্র রাজ্য রেল নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসবে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নয়নে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্ব ভারতকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে যুক্ত করার যে স্বপ্ন দেখছেন এই প্রকল্প তারই অঙ্গ। ত্রিপুরার উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের কাছে বিশেষ করে আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীর কাছে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ তাদের ব্যাপক সহযোগিতার জন্য।

৭৪. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ব্যস্ততম আগরতলা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ সুবিধা তৈরী করে আগরতলা বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দরে উন্নীত করা হবে। ভারত সরকার এই প্রকল্পের জন্য 438.00 কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছেন। রাজ্য সরকার এ জন্য ইতিমধ্যে 76.54 একর জমি এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে। রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য 38.13 কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ভারত সরকারের জাহাজ মন্ত্রক ত্রিপুরার গোমতী নদীতে আভ্যন্তরীন জল পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে অর্থ মঞ্জুর করেছে। বাংলাদেশের মেঘনা নদীর সাথেও জল পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 100 শতাংশ কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র প্রকল্পের আওতায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

৭৫. সড়ক নিরাপত্তা রাজ্য সরকারের কাছে একটি অগ্রাধিকারের বিষয়। সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাতে এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করতে সরকার সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার যেসব পদক্ষেপ প্রস্তাব করছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে, জাতীয় সড়কে পেট্রোলিং-এর ব্যবস্থা, সড়ক পার হওয়ার চিহ্ন, ট্রাফিক ও সিগন্যাল এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স্ সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে বলবৎ করা ইত্যাদি। সড়ক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যে সব ব্যবস্থার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বন্দোবস্ত করতে সংগৃহীত জরিমানার 50 শতাংশ অর্থ সড়ক নিরাপত্তার কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

৭৬. 2018-19 অর্থবর্ষে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে 21 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এই টাকা 60 টি বিধানসভা এলাকার মধ্যে 35 লক্ষ টাকা করে রিলিজ করা হবে দুটি ইনস্টলম্যান্টে (প্রথম ইনস্টলম্যান্ট 60 শতাংশ এবং দ্বিতীয় ইনস্টলম্যান্ট 40 শতাংশ) যা সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের সুপারিশে উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নে ব্যয় হবে।

৭৭. রাষ্ট্র সংঘের অনুমোদিত Sustainable Development Goals-এর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে দারিদ্রতা নির্মূল, এই ধরনীকে রক্ষা করা এবং সকল জনগণ যাতে শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। 2030 সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রূপায়ণের যে 17টি লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে ভারত সরকারও সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ করেছে। রাজ্যেও এই লক্ষ্যগুলি গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করতে রাজ্য সরকার

সক্রিয় কর্মসূচী হাতে নেবে। সরকার এই 17টি লক্ষ্যকে রূপায়ণ করতে বিশদ পরিকল্পনা তৈরী করবে।

৭৮. অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় পর্যটন এক বড় সম্ভাবনা, ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এই মাসের শুরুতে মাতাবাড়ি মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন দেশে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের জন্য পর্যটনের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল। আমরা আমাদের রাজ্যকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে চাই। এই জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাতাবাড়ি মন্দির উন্নয়নে ট্রাস্ট গঠন করা এবং গন্ডাছড়া নার কেলকু ঞ্জের জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা, পর্যটকদের আকর্ষিত করতে তৃষ্ণা, সিপাহীজলা এবং ঊনকোটির মত দর্শনীয় স্থানগুলিকে উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যটকদের সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং নিরাপদ ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা আগ্রহী।

৭৯. পর্যটকদের আকর্ষণ করতে রাজ্য সরকার ফরেস্ট গেস্ট হাউসগুলিতে পর্যটকদের থাকার অনুমতির দেওয়ার প্রস্তাব করছে। বর্তমানে আমাদের এজাতীয় পরিকাঠামোকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে PPP মডেলে রাজ্যের পরিকাঠামোকে ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করা হবে। সরকার চা বাগানগুলিতে চা চাষ ছাড়াও অন্যান্য কার্যকলাপ যেমন, চা বাগানের জমির উৎপাদনশীল ব্যবহার ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব দিচ্ছে। তাছাড়া পরিত্যক্ত বাগানগুলিকে ব্যবহার করে চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারী লোকগুলির কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সরকার খতিয়ে দেখছে।

৮০. আগরতলায় ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের পুনরুজ্জীবনে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। পর্যটকদের কাছে রাজ্যের পর্যটনের ব্যাপক প্রচার ও সম্প্রচারের জন্য এই সেন্টারে একটি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর 'কিয়স্ক' স্থাপিত হচ্ছে ও ত্রিপুরা ট্যুরিজমের ওয়েবসাইটকে পুনরায় সাজানো হচ্ছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য এবং পর্যটকদের সুবিধা বাড়াতে হোম স্টে / বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট প্রথাকে উন্নত করা হবে।

৮১. জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের অবনতি আজ মানব জাতির কাছে মুখ্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অবগত রয়েছি যে আমাদের অস্থিতিশীল কার্যকলাপই আমাদের পরিবেশের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সরকার একটি

ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। সরকার গ্রীণ এনার্জির ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট, সোলার পাম্পিং সিস্টেম স্থাপনের এবং LED ভিত্তিক সোলার সিস্টেম স্থাপন করার প্রস্তাব দিচ্ছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের উন্নয়নে একবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং তার উপযুক্ত ব্যবহার খুবই জরুরী। Artificial Intelligence, Internet of Things এবং Blockchain Technology-এর মতো নতুন নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রাজ্য ইতিবাচক পর্যালোচনার কাজ হাতে নেবে। এই নতুন প্রযুক্তিগুলি রাজ্যে স্বচ্ছ এবং কার্যকরী প্রশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

৮২. জমি সংক্রান্ত রেকর্ডস্‌কে Digitised করার লক্ষ্যে National Land Records & Modernisation Programme (NLRMS) আমাদের রাজ্যে সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানচিত্রের ডিজিটাইজেশনও ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। গত বছর তিনটি নতুন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা হয়েছে মোহনপুর, জিরানীয়া এবং কুমারঘাট। C.L.R. Data base-এর সাথে ইন্টিগ্রেশান করে রাজ্যের 20 টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অনলাইন ডিড্ রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। 2017-18 সালে রাজ্যের 222 টি তহশীল কাছারীর মধ্যে 98 টি তহশীল কাছারীকে কমপিউটারাইজড করা হয়েছে।

৮৩. রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা জেলাতে শরণার্থী ক্যাম্পে এখনও 30 হাজারের বেশি ব্রু (রিয়াং) শরণার্থী রয়েছে, যারা প্রায় 20 বছর আগে মিজোরাম থেকে শরণার্থী হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি Joint Monitoring Group (JMG) এবং একটি Joint Working Group (JWG) গঠন করেছে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন এবং তাঁদের দক্ষতা উন্নয়ন ও Entrepreneurship Development-এর বিষয়গুলি দেখাশুনা করার জন্য। এই বিষয়ে মিজোরাম সরকারের দ্বারা প্রস্তুত করা রোড ম্যাপ অনুযায়ী 6 টি শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী ব্রু শরণার্থীদের চিহ্নিতকরণ ও নথীভুক্তকরণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন এখনও শুরু হয়নি।

৮৪. সম্প্রতি মন্ত্রিসভার এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের সরকার রাজ্যে e-Stamping বাস্তবায়ন করেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন কোন সরকারের স্বচ্ছ

মানসিকতা থাকে তখন প্রকৃত পক্ষেই উন্নয়ন সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থা কয়েক বছর আগেও চালু করা যেত। কিন্তু তার জন্য দরকার ছিল দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার যা আমাদের সরকার দেখিয়েছে। তাই এখন e-Stamping আমাদের রাজ্যে এক বাস্তব সত্য-যার মাধ্যমে নাগরিকরা যেমন লাভবান হবেন তেমনি সরকারও লাভবান হবেন।

৮৫. বিগত 25 বছরে বিভিন্ন সংস্থা / প্রতিষ্ঠানকে যে সমস্ত সরকারি জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল তার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয় যে সমস্ত সরকারি জায়গা দখল করে রেখেছিল তা চিহ্নিত করতে এক সমীক্ষা চালানো হয় এবং বে-আইনী ভাবে দখল করা জমি দখল মুক্ত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 613 টি কার্যালয় চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলি বেআইনী ভাবে দখল করা জমিতে গড়ে উঠেছিল এবং এখন পর্যন্ত এরকম 197 টি বেআইনী নির্মাণ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বাকিগুলিও অতিসত্বর তুলে দেওয়া হবে।

৮৬. আমরা সুনিশ্চিত করব যে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যেন সকল জনগণের অংশগ্রহণ থাকে এবং পঞ্চায়েতের কাজে সমস্ত ধরণের দুর্নীতি এবং উন্নয়ন তহবিল নিয়ে বেনিয়ম ঘটলে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৮৭. ভারত সরকারের পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে Public Financial Management System (PFMS) চালু করবে এবং প্রথম পর্যায়ে 597 টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে 178 টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিবন্ধিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। 8টি জিলা পরিষদ এবং 35 টি পঞ্চায়েত সমিতিকে Public Fund Management System-এর সাথে নথিভুক্ত করা হবে নগদহীন লেনদেনকে উৎসাহ দিতে, স্বচ্ছতা আনতে এবং বিভিন্ন স্তরে নজরদারী বাড়াতে।

৮৮. কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন Software যেমন PRIA Soft, Plan Plus, Action Soft -এর সঙ্গে PFMS lingking-এর কাজ এগিয়ে চলছে এবং আমাদের সরকার এরাজ্যেও এগুলিকে গ্রহণ করতে আগ্রহী।

৮৯. চতুর্দশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে 2017-18 সাল থেকে এখন পর্যন্ত সকল সৃষ্ট সম্পদকে M-Action Soft নামক উন্নতমানের অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে জিওট্যাগ

করতে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণালয় এবং ত্রিপুরা সরকারও খুব দ্রুত সেই দিশাতে চলার জন্য প্রস্তুত।

৯০. BharatNet-এর উদ্যোগে 1178 টি গ্রাম পঞ্চায়েত / ভিলেজ কমিটিতে ইন্টারনেট সংযোগ চালু করার কাজ এগিয়ে চলেছে এবং আশা করা হচ্ছে 31 মার্চ 2019-এর মধ্যে তা সম্পন্ন হবে।

৯১. রাজ্যের জনগণের এবং বিশেষ করে দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতায় রাজ্য সরকার এই বছর অপরাধ দমনে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উগ্রপন্থীরা তাদের কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবিত করতে পারে নি এবং সীমান্তের অপর পাড়ে তাঁদের গোপন আস্তানায় থাকতে বাধ্য হয়েছে। ডাকাতি, চুরি, খুন, দাঙ্গা এবং মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিন্তু সমাজে নারীদের উপর যেভাবে নির্যাতন সংঘটিত হয়ে চলেছে তা আমাদের সকলের কাছেই একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। যারা নারী সংক্রান্ত অপরাধের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৯২. কোনও ধরনের বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রবণতা এবং জন অসন্তোষ কিংবা সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষের ইন্ধন জোগানোর অভিসন্ধিতে লিপ্ত কায়েমী স্বার্থকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নশীল ও সতর্ক রয়েছে সরকার। রাজ্যে যেকোনও ধরনের আইন-শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যকে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য ভারত সরকার রাজ্যে দুটি ইন্ডিয়া রিজার্ভ (IR) ব্যাটেলিয়নের মঞ্জুরী দিয়েছে এবং এতে দুই হাজারেরও বেশী বেকার চাকরী পাবে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিয়ত সহযোগিতা ও উদারতার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংজীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

৯৩. আরক্ষা প্রশাসনে আরো বেশি মহিলাকে নিয়োগ করতে এবং মহিলা ক্ষমতায়নের প্রতি সরকারের বলিষ্ঠ সমর্থনকে প্রকাশ্যে আনতে সকল স্তরে 10 শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার জন্য আমরা সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যে নারীশক্তির উন্নয়নে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র মহিলাদের উন্নয়নেই বিশ্বাসী নই। আমরা মহিলা

নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে বিশ্বাসী। রাজ্যের বিকাশ ও উন্নয়নে আমাদের সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীতে মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হবে।

৯৪. অপর একটি উদ্বেগের দিক হল গাঁজা চাষ ও গাঁজা পাঁচার। আমাদের সরকার এই সমস্যা কঠোর হস্তে দমন করতে চায়। অপরাধ মুক্ত ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সরকার জমি মাফিয়া, বালি-মাফিয়া, সিন্ডিকেট মাফিয়াদেরও কঠোরহস্তে দমন করতে চায়। জনগণকে পুলিশি সহায়তা প্রদানের জন্য "আপনাদের পুলিশ আপনাদের সঙ্গে" এই ভাবনা নিয়ে জনগণকে পুলিশের সহায়তা প্রদানে জনগণের ফোন কল গ্রহণ ও সাড়া দেবার জন্য 'Dial-100'-এর সূচনা করা হয়েছে।

৯৫. পুলিশী তদন্তকে আরও পেশাদারী করে তুলতে বিশেষ করে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে এবং ড্রাগস ও হেরোইন সংক্রান্ত অপরাধ কঠোরভাবে দমন করতে রাজ্যে দিল্লি শহরের মতো ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ গঠন করা হবে। এ বিষয়ে সরকারের অনুমোদন ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

৯৬. ত্রিপুরায় জেলখানাগুলিতে বিভিন্ন বন্দীদের জন্য e-prisons Software চালু করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বিশালগড়ে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে Mobile Jammer স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারাগারে বন্দীদের শারীরিক ও স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে ধ্যান ও যোগ ব্যয়ামের প্রশিক্ষণ চালু করা হচ্ছে। কয়েদীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে এবং তাদের বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

৯৭. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহজ বাণিজ্য ব্যবস্থা কে সরলতর উন্নত করার উপর বারবার গুরুত্বারোপ করেছেন। সহযোগিতামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে দেশ জুড়ে বাণিজ্যক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে এক সুন্দর প্রতিযোগিতা আমরা লক্ষ্য করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশ্ব একবিংশ শতাব্দিতে প্রবেশ করেছে- কিন্তু অতীতের শাসকদের অদূরদর্শিতার জন্য আমরা আধুনিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হইনি। যার ফলে রাজ্যের বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। ত্রিপুরার পরিবর্তনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের যে দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে তার একটি

গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে- রাজ্যে একটি মজবুত ও সক্রিয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্পদ্যোগ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। সরকার বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পরিকল্পিত পরিকাঠামোর উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদের Value Addition, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ প্রদান, উদ্যোগী দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্ব-কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে।

৯৮. স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থানের বিকাশে Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) রাজ্যে রূপায়িত হচ্ছে। আমাদের সরকার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন- Start up India, Stand up India, Mudra Loan Yojana সঠিকভাবে রূপায়ণ করছে।

৯৯. বিনিয়োগকারীদের পথ নির্দেশ প্রদানের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের Directorate -এ Investor Facilitation Cell গঠন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিটি District Industries Centre-এ 1 টি করে Entrepreneurs Guidance Cell গঠন করা হয়েছে। ভারত সরকার উদ্যোগ ও বাণিজ্যের উন্নয়নে Ease of Doing Business নীতির উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্য সরকার উদ্যোগপতিদের স্বাগত জানাতে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে দ্রুত মঞ্জুরী দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ত্রিপুরা শিল্প আইন 2018 প্রণয়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে বিনিয়োগকারীদের Single Window Clearance সুবিধা প্রদান করা হয়। এই ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা নিশ্চিত করতে Single Window-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের Clearance facility দেওয়ার জন্য “The Tripura Industrial (Facilitation) Act, 2018” চালু করার প্রস্তাব রয়েছে।

১০০. বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের সুবিধার্থে মনুঘাট ও মুহুরীঘাট Land Customs Stations (LCS) Integrated Development Complex-এ উন্নীত করা হচ্ছে। পরিকাঠামো যা ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আরোও 2টি বর্ডার হাট স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ সম্পদ যেমন, রাবার, বাঁশ, চা, প্রাকৃতিক গ্যাস, ফল এবং সবজি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বাধিক Value addition-এর লক্ষ্যে এগুলিকে “Thrust Sectors” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে “Tripura Industrial

Investment, Promotion Incentive Scheme, 2017”-এর আওতায় অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

১০১. স্বনির্ভর কর্মসংস্থান এবং মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য এই সরকার রাজ্যের যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রায় 7.41 লক্ষ যুবক-যুবতী এমপ্লয়মেন্ট্ এক্সচেঞ্জ-এ তাঁদের নাম নথীভুক্ত করিয়েছেন। ভারত সরকারের স্কীল ইন্ডিয়া কর্মসূচীর সক্রিয় সহায়তায় আমাদের বিশ্বাস আমরা সেই সমস্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবো যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সেজন্য তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তার আওতায় আসবে প্রায় 1.40 লক্ষ যুবক-যুবতী। কৃষি, উদ্যানচাষ, পরিষেবা, হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রের সাথে জড়িত বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বর্তমানে 16টি সরকারী শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আই.টি.আই) রয়েছে রাজ্যে। গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর এবং শান্তিরবাজারে আরও তিনটি আই.টি.আই খোলা হচ্ছে। নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষতা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি।

১০২. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের আটটি রাজ্যকে অষ্টলক্ষী বলে মনে করেন। জাতীয় ব্যাম্বু মিশনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থিক ও কৃষি ভিত্তিক কার্যকলাপকে উৎসাহ দিতে তিনি বাঁশ উৎপাদনের বিষয়ে জোর দিয়েছেন। রাজ্যে বাঁশের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, কারণ বাঁশ হচ্ছে ত্রিপুরার বনজ সম্পদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেন্দ্রীয় সরকারও এই ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বেসরকারী ও পাট্টা জমিতে বাঁশ চাষের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে বাঁশ চাষ সংক্রান্ত আইনী জটিলতা শিথিল করে দিয়েছে। বাঁশ সম্পদের উন্নয়ন এবং জনসাধারণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং বিদেশী সহায়তায় রূপায়িত প্রকল্প থেকে এরাজ্য লাভবান হবে বলে রাজ্য সরকার আশাবাদী। ‘স্টেট্ ব্যাম্বু মিশন’ রাজ্য সরকারের একটি অগ্রণী উদ্যোগ। এই মিশনের কারণে উচ্চফলনশীল বাঁশের চাষ, শিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাঁশ জাত দ্রব্যের বাজার তৈরী সম্ভব হয়েছে, এতে বহু জনজাতি পরিবারও উপকৃত হয়েছেন। রাজ্যের উন্নয়নে যাতে সমস্ত খালি জায়গাকে উৎপাদনশীল করা যায় সেজন্য রাজ্য সরকার একটি কর্মসূচী চালু করেছে। দেশের বাঁশ সম্পদের উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে দৃষ্টিভঙ্গী বা লক্ষ্য

রয়েছে তাকে সামনে রেখে বনভূমি, খাস জমি এবং অন্যান্য সরকারী খালি জমিতে বাঁশ চাষ করা হবে।

১০৩. তাঁতী, শিল্পী ও চাষীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আয়ের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্পে বাজারজাতকরণ, নতুন নতুন ডিজাইন তৈরী ও শিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি উপযোগী কৌশল তৈরী করার জন্য সরকার কাজ করছে। উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের বিশেষ সুবিধার ভিত্তিতে নিয়োগ করবে। রাজ্যের জনজাতি অংশের তাঁতীদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার তাঁদের হস্ততাঁতকে ত্রিপুরার বাইরে প্রচারের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। রাজ্যের আরও বেশি পরিমাণে রেশম জাত দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি সিল্ক প্রিন্টিং ইউনিট খুব শীঘ্রই চালু করা হবে।

১০৪. ভারত সরকারের ‘ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া’ উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘ডিজিট্যাল ত্রিপুরা’ গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ডিজিট্যাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে জোর দিচ্ছে। বিভিন্ন ই-গভর্ন্যান্স এপ্লিক্যাশন পরিচালনার জন্য স্টেট্ ওয়াইড্ এরিয়া নেটওয়ার্ক (SWAN) প্রকল্পে দুটি ব্লক যথাক্রমে লালজুড়ি ও রইস্যাবাড়িকেও এই অর্থ বছরেই এই নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা হবে।

১০৫. ত্রিপুরা স্টেট্ ড্যাটা সেন্টার (TSDC)-থেকে প্রায় 80টি এপ্লিক্যাশন ও 120টি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে চলছে। লিচুবাগানের সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্কটি চালু রয়েছে এবং ইন্দ্রনগরের সফ্টওয়্যার টেক্নোলোজি পার্কটিও এই অর্থ বছরেই চালু করা হবে। সরকার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে জনগণকে অনলাইনে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার। এখন পর্যন্ত ডিজিট্যাল সেবার (E-District) মাধ্যমে 20টি পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত 969টি কমন সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর আওতায় এসেছে 571 পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি।

১০৬. ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি, সাধারণ ও বিশেষ উভয়ই অনলাইনে পাওযা যাবে। এই উদ্দেশ্যে www.e-gazette.tripura.gov.in নামে একটি আলাদা ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।

১০৭. গোটা বিশ্ব ডিজিট্যালভাবে যুক্ত হয়ে গেছে এবং স্মার্ট ফোন হচ্ছে নতুন পাসপোর্ট যা নাকি কম বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞান আহরণ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিরাট সুযোগ-সুবিধার দ্বার খুলে দেবে। আমি খুবই আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ডিজিট্যাল ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ত্রিপুরার কলেজে পাঠরত ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে স্মার্টফোন দেওয়া হবে।

১০৮. দিল্লি, কোলকাতা ও গৌহাটির ত্রিপুরা ভবনে থাকার জন্য অনলাইন বুকিং-এর ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সচিবালয়ে কর্মচারীদের সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সরকার বায়ো ম্যাট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালু করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১০৯. মুখ্যমন্ত্রী 2018-এর 27 শে এপ্রিল অনলাইনে পাবলিক গ্রিয়েভ্যান্স রিড্রেস্যাল এণ্ড্ মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেন। জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক সহ সমস্ত দপ্তরগুলিকেই এই অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

১১০. সবার জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য সরকার চালাতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনসাধরণের সাথে সপ্তাহে তিনবার দেখা করছেন, দু'বার বাসভবনে এবং একবার সচিবালয়ে। সমস্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এসব অভিযোগের ব্যাপারে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে তার তথ্য পাবলিক গ্রিয়েভ্যান্স পোর্টালে তুলে ধরা হয়। সরকারকে জনগণের আরও কাছে নিয়ে যেতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এরকম বৈঠক বা দরবার এখন জেলা স্তরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১১১. আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'এক ভারত, এক কর ব্যবস্থা' (One India, One Tax) স্বপ্নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরা সরকার সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন সমস্যায় না ফেলে Goods & Service Tax চালু করেছে। GST বাস্তবায়নের ফলে ত্রিপুরা লাভবান হয়েছে অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বেড়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে এতবড় কর সংস্কারের পদক্ষেপকে বোঝার জন্য এবং একাজে সহযোগ দেওয়ার জন্য আমি ভারত সরকার, রাজ্যের অর্থ দপ্তর, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং রাজ্যের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে ত্রিপুরা সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এরকম একটি সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য, যার ফলে গোটা দেশ কর সংক্রান্ত ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

১১২. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশের কল্যাণে অবিরামভাবে কাজ করে চলেছেন এই সরকার তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত। দরিদ্র জনগণের জীবনে পরিবর্তন আনতে এবং তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMPY), প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (PMJDY), প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (PMSBY), প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (PMJJBY), অটল পেনসন যোজনা (APY) এবং স্ট্যান্ড্ আপ ইন্ডিয়া কর্মসূচীর মত ভারত সরকারের মুখ্য প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগের কারণে এরাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে আরও বেশি দক্ষতার সাথে রূপায়ণের প্রস্তাব রাখছি, যার মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নয়নে আরও বেশি সম্পদকে কাজে লাগানো যাবে।

১১৩. ত্রিপুরাতে মোট 12টি সরকারী উদ্যোগ রয়েছে। এই সরকারী উদ্যোগগুলি ছাড়াও রয়েছে অনেক স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, বোর্ড, সোসাইটি ইত্যাদি। তার মধ্যে মাত্র দু-একটি ছাড়া বাকিগুলি তাঁদের কর্মচারীদের বেতন, প্রশাসনিক ব্যয়, কাজের মূলধন ইত্যাদির জন্য সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। এই সরকারী উদ্যোগগুলির কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের কর্ম প্রণালী পর্যালোচনা করতে এবং উপযুক্ত পন্থা বের করতে একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

১১৪. ই-চালান, ই-স্ট্যাম্প, ই-গ্যাজেট-এর উদ্যোগ এবং নতুন নিয়োগ নীতি ছাড়াও পূর্ত দপ্তর 1 জুন, 2018 থেকে তার সমস্ত কাজে/প্রকল্পে ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা চালু করেছে, প্রকল্পের মূল্য যা কিছুই হোক না কেন। ক্ষেত্রিক কার্যালয় পর্যন্ত এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হচ্ছে। এতে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের সমস্ত নথীভুক্ত ঠিকাদারগণ উপকৃত হবেন। দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়ায় এখন কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না। তেমনি স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে।

১১৫. আরও বেশি সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকার ত্রিপুরা এগ্রিকালচার এণ্ড্ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সাথে ত্রিপুরা স্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে

একত্রিত করার প্রস্তাবকে খতিয়ে দেখছে সরকার। দেখা গেছে ত্রিপুরা এগ্রিকালচার এণ্ড্ ল্যাণ্ড্ ডেভেলপমেন্ট্ ব্যাঙ্ক তার দৃষ্টি প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে শিল্প ক্ষেত্রের দিকে নিয়ে গেছে। ঋণ আদায়ের পরিমাণ খুবই কম এবং তার প্রশাসনিক ব্যয় খুবই বেশি। এই ব্যাঙ্কের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ বাঁচাতে এই ব্যাঙ্কটিকে রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সাথে একত্রিত করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

১১৬. সরকার আরো বেশি পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, যাতে দরিদ্র মানুষের উপরে আর বোঝা না চাপিয়েও রাজ্যের উন্নয়নে গতি আনা যায়। পর্যটন, কৃষি, উদ্যানচাষ, বাঁশ, দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির মত ক্ষেত্রে অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে, কর্ম সংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং দারিদ্র দূরীকরণে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'জ্যাম' অর্থাৎ জন ধন, আধার ও মোবাইল ত্রিনিটি-র সক্রিয় বাস্তবায়নের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের অসংখ্য নাগরিকের কাছে সময়মত সরকারী পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছেন। এই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে 'সুশাসন'-এর সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে সু-শাসন ব্যবস্থা দেওয়ার লক্ষ্যে এসব ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১১৭. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি ও পর্যটনের বিকাশে সরকার আবগারী শুল্ক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে তার সুযোগকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব দিচ্ছে সরকার। প্রস্তাবিত এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে সরকার বছরে 52.6 কোটি টাকা আয় করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১১৮. সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাতে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের উপর সবচেয়ে কম কর ধার্য করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাস এর এই তুলনামূলক নীচু দর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে বিবেচনা করলে মূল্য বিভ্রাট সৃষ্টি করছে এবং এরাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলিতে সুযোগ সন্ধানকারীরা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরিস্থিতির অপব্যাবহার করছে। তাছাড়া, পূর্বতন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য রাজ্যের কালোবাজারী এবং বে-আইনী কার্যকলাপের কারণে প্রকৃত ক্রেতাগণ চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। পূর্বতন সরকারের 'মাই-বাপ' সংস্কৃতি এবং কেন্দ্রীয়

সরকারের উপর অতি নির্ভরতা থেকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কিভাবে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করা যায় এবং নিজস্ব রাজস্ব আদায় করে রাজ্যের উন্নয়ন করা যায়। পেট্রোলের উপর 2 শতাংশ বিক্রয় কর বৃদ্ধি এবং মোট কেনাবেচার উপর 2 শতাংশ Cess আরোপ, ডিজেলের উপর 1 শতাংশ বিক্রয় কর বৃদ্ধি এবং 2 শতাংশ Cess আরোপ এবং গ্যাসের উপর 1 শতাংশ বিক্রয় কর বৃদ্ধি এবং 2 শতাংশ Cess আরোপ করার প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে বছরে সরকারের 40.84 কোটি টাকা আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১১৯. গ্যাস-এর উপর কর বৃদ্ধিতে প্রতি মাসে পারিবারিক ব্যবহারে মূল্য বাড়বে 4.4 টাকা, প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম বাড়বে 1.20 টাকা এবং ডিজেলের দাম বাড়বে 55 পয়সা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের চারপাশের দুনিয়া যখন তাদের সম্পদ ব্যবহার করে অগ্রগতির সাথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদেরও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এই সম্পদ রাজ্যের লোকদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে এবং আমাদের সরকার এই Cess সড়ক উন্নয়নে ব্যবহার করবে।

১২০. সরকার অধিকাংশ শ্রেণীর মোটর যানের জন্য ধার্য্য করা সড়ক কর সংশোধনের প্রস্তাব দিচ্ছে। দ্বি-চক্র যান, চার চাকার যান, কনট্র্যাক্ট্ পরিবহণ, স্টেজ ক্যারেজ, মাল পরিবহণে ব্যবহৃত যান এবং অন্যান্য যান এর ক্ষেত্রে সড়ক কর (রোড ট্যাক্স) বাড়ানো হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পরিবহণের চাহিদা মেটানোর কাজে নিযুক্ত তিন-চক্রযানের ক্ষেত্রে কোন কর বৃদ্ধি হবে না। তাছাড়া সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ভবিষ্যতে সড়ক পারমিট একমাত্র সেই তিন চক্র যানকেই দেওয়া হবে যার মালিক এবং চালক একই ব্যক্তি, কোন বড় ব্যবসায়ীকে এই পারমিট দেওয়া হবে না। আশা করা হচ্ছে এতে সরকারের 24.85 কোটি টাকা আয় হবে। আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, সমস্ত ধরণের বৈদ্যুতিক যান এর ক্ষেত্রে কোনো রোড ট্যাক্স থাকবে না। রাজ্যে কার্বন-মুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নির্মল শক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতেই এই সিদ্ধান্ত।

১২১. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারকে তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন হতে হবে। পূর্বের 'সব কিছুই ঠিক' এই মনোভাবের কারণে রাজ্যের অর্থ সংক্রান্ত অব্যবস্থা সৃষ্টি হয় এবং ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা পদদলিত হয়। আমরা রাজ্যবাসীর উপর কোন অযথা ও

অপ্রাসঙ্গিক করের বোঝা চাপাতে চাইছি না। আমরা আমাদের চারপাশের পরিস্থিতির দিকে অন্ধের মত নীরব থেকে আমাদের কাল্পনিক দুনিয়া উপভোগ করতে পারবো না, যেমনটা হয়েছিল পূর্বতন সরকারের আমলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারবেন যে, এভাবে সংগৃহীত সম্পদ তাঁদের উন্নয়নের কাজেই ব্যবহৃত হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্য এই পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করবেন।

১২২. রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রেটি ত্রিপুরাতে খুবই সীমিত। আর সাধারণ মানুষের উপর হয়ত নতুন কর আরোপ করা সম্ভব হবে না। তাই বড় মাপের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে টাকা সংগ্রহ করতে ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড সৃষ্টি করার কথা বিবেচনা করেছে। আমরা আশা করি এই ফাণ্ড্ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজ্য সরকার বড় আকারের দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামোগত সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, অন্যথায় তা সম্ভব হবে না।

১২৩. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির জমি, ভবন ও অন্যান্য সম্পদ রয়েছে। সরকারী সম্পদকে চিহ্নিত করে তা থেকে আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করার জন্য অর্থ দপ্তরে একটি সম্পদ মূল্যায়ণ (এসেট ম্যানেজমেন্ট) সেল গঠনের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

১২৪. 31 ডিসেম্বর, 2016-এর হিসেবে রাজ্য সরকারের অধীন 161,331 জন কর্মচারী এবং 56,441 জন পেনসনধারী রয়েছেন। সরকার তাদের পেনসন দেয়। তথাপি আমরা জানি যে, ভারত সরকার 2004 সালে নতুন পেনসন প্রকল্প চালু করেছে। অনেক রাজ্য সরকারও তাদের কর্মচারীদের জন্য এই নতুন পেনসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু একমাত্র অল ইন্ডিয়া সার্ভিস-এর আধিকারিকদের ছাড়া রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য এই পেনসন প্রকল্প চালু করা হয়নি। পেনসন বাবদ আর্থিক ভার কমাতে আমরা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের (যারা এখন থেকে নতুনভাবে নিয়োগ হবে) জন্য নতুন পেনসন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি। কেননা পেনসন বাবদ আর্থিক ভার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেড়েই চলেছে। আমরা আশা করছি নতুন পেনসন প্রকল্প চালু হলে পেনসন বাবদ ঋণের বোঝা কিছুটা লাঘব হবে এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আরও সম্পদ সংগৃহীত হবে।

১২৫. সরকার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনসন 1000 থেকে বাড়িয়ে প্রতি মাসে 10000 টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে যেসব সংবাদিকের অবসর গ্রহণের পর অন্য কোন আয়ের উৎস নেই তাঁরা খুবই উপকৃত হবেন।

১২৬. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ত্রিপুরাবাসী অবগত রয়েছেন যে, এত বছর ধরে যে নিয়োগনীতি চলে আসছিল তা ছিল একেবারেই অস্পষ্ট। কোন স্বচ্ছতা ছিল না এতে, ছিল স্বজনপোষণ ও প্রিয়জনতোষণ নীতিতে ভরপুর। সরকার এখন মেধার ভিত্তিতে, স্বচ্ছতার সাথে কোন প্রকার আপস না করে প্রিয়জন তোষণনীতি অবজ্ঞা করে কর্মচারী নিয়োগ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই সরকার রাজ্যের জন্য একটি নতুন নিয়োগ নীতি অনুমোদন করেছে। তাই আমরা আশা করছি এই নতুন 'নিয়োগ নীতি' রাজ্যের মেধাকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে এবং যার ফলে জনগণের কাছে নাগরিক সুবিধা আরও ভালভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

১২৭. ত্রিপুরা সরকার অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর পদের জন্য সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাকরী দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং চাকরীর জন্য সিলেকশন করা হবে through written test, skills and soft skills but without any extraneous considerations. যে সব চাকরী ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে হয় না সে সকল চাকরীর জন্য একটি Recruitment Board গঠন করার প্রস্তাব রাখছি।

১২৮. ত্রিপুরার পরিবর্তন আনতে কর্ম সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রয়োজন দক্ষ, ক্ষমতায়িত ও কার্যকর সিভিল সার্ভিস এবং স্বচ্ছ পর্যালোচনা যোগ্য ফল ও কর্ম পরিকল্পনা। সেই দিশাতে সরকার প্রতিটি দপ্তর, কার্যালয় এবং আধিকারিকদের জন্য সরকার বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করে দেবে এবং বছরের শেষে এই নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা যাবে, তার ফলাফলও বিচার করা যাবে। দপ্তর ও তার আধিকারীদের কাজের মূল্যায়ণ করতেই এই পর্যালোচনা। সরকার সৎ ও দক্ষ কর্মীদের উৎসাহ দেবে, তাঁদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরী করবে এবং এরকম আধিকারিকদের স্বীকৃতি দেওয়ারও পন্থা খুঁজে বের করতে আগ্রহী। তাই

রাজ্যে সিভিল সার্ভেন্ট্দের উল্লেখযোগ্য কাজের নিরিখে প্রতি বছর 'চীফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস এওয়ার্ড্' দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। নির্বাচিত আধিকারিকরা ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য যে কাজ করেছেন এবং অন্যদের আরও ভাল কাজ করার জন্য যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী তাদের সম্মানিত করবেন।

১২৯. ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীরা প্রাক্তন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমাদের সরকার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এই বৈষম্য দূর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য 7ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস শ্রী পি পি ভার্মার নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। এই বিশেষ কমিটি বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আগরতলায় বৈঠক করেছে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি এখন কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে বিবেচনা করছে। খুব শীঘ্রই তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেবে। রিপোর্ট জমা পড়ার পর রিপোর্টের সুপারিশ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। প্রত্যাশিত সুপারিশের নিরিখে 7ম বেতন কমিশন বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রেখেছে। আমি এই উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলীকে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার জন্য।

১৩০. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য সরকার তার কর্মচারীদের জন্য 7ম বেতন কমিশন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। তেমনি সরকার সচেতন রয়েছে যে, কর্মচারীদেরও দায়িত্ব রয়েছে ভাল পরিষেবা দেওয়ার যাতে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা মেটানো যায়। কর্মচারীদের হতে হবে সময় সম্পর্কে সচেতন, দক্ষ, সৎ, উৎপাদনশীল এবং সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। সরকারের জন্য কাজ করাকে কর্মচারীদের মনে করতে হবে এক বিশেষ সুযোগ এবং সম্মানজনক, জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাঁদের সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৩১. সরকারী কাজে আরও বেশি স্বচ্ছতা আনতে পূর্ত্ত দপ্তরের সমস্ত ক্রয় সংক্রান্ত কাজে ই-টেন্ডার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। তাদের সমস্ত জিনিষপত্র, পরিষেবা, পরামর্শ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য Procurement Manual জারি করেছে।

১৩২. আমি 2018-19 অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও ব্যয়ের উপর আলোকপাত করছি। 2018-19 এর বাজেট বরাদ্দে রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহ ধরা হয়েছে 1709.00 কোটি টাকা। অর্থাৎ 2017-18 অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় 16.42 শতাংশ বেশি। 2018-19 অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দে কর বহির্ভুত নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ ধরা হয়েছে 281.36 কোটি টাকা অর্থাৎ 2017-18 অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের 40.68 শতাংশ বেশি। এবারের বাজেট বরাদ্দে কেন্দ্রীয় করের ভাগীদারী প্রাপ্তির পরিমাণ ধরা হয়েছে 5747.00 কোটি টাকা অর্থাৎ 2017-18 অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় 36.83 শতাংশ বেশি।

১৩৩. 2018-19 অর্থ বছরে রাজস্ব ঘাটতি গ্রান্ট হিসেবে রাজ্য 1742.00 কোটি টাকা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৩৪. 2018-19 এর বাজেট বরাদ্দে ওপেনিং ব্যালেন্সকে বাদ দিয়ে সার্বিকভাবে মোট প্রাপ্তি হবে 16008.21 কোটি টাকা। বাজেট বরাদ্দে মোট ঋণের পরিমাণ ধরা হয়েছে 1993.00 কোটি টাকা। তার মধ্যে খোলা বাজার থেকে নেওয়া হতে পারে 1390.00 কোটি টাকার ঋণ এবং বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে দরের বোঝাপড়ার মাধ্যমে 150.00 কোটি টাকার ঋণ।

১৩৫. 2018-19 অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে 16387.21 কোটি টাকা। অর্থাৎ 2017-18 অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় 14.62 শতাংশ বেশি। এর মধ্যে রয়েছে 13108.97 কোটি টাকার রাজস্ব বাবদ ব্যয় এবং 3278.24 কোটি টাকার মূলধনী ব্যয়। এবারের বাজেট আগের বাজেটগুলি থেকে হিসাব পদ্ধতির ক্ষেত্রে অন্যরূপ। আমরা ভারত সরকারের মত ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাজস্ব ও মূলধনী শ্রেণীবিভাগ

গ্রহণ করেছি এবং ‘পরিকল্পনা’ ও ‘পরিকল্পনা বহির্ভূত’ শ্রেণী বিভাগের পদ্ধতি তুলে দিয়েছি।

The position in brief is:			(Rupees in Crore)
(A)	Revenue Account		
	1.	Receipts	14013.21
	2.	Expenditure	13108.97
	3.	Surplus (A1 – A2)	904.24
(B)	Capital Account		
	1.	Receipts from loans & others (including Public Account & OB)	2374.00
	2.	Disbursements	3278.24
	3.	Deficit (B1 – B2)	(-) 904.24
(C)	Total Receipts: (A1)+(B1)		16387.21
(D)	Total Expenditure: (A2)+(B2)		16387.21
Budget Deficit (C – D)			0.00

১৩৬. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2022 সালটি ত্রিপুরা এবং ভারত উভয়ের জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বছর। 2022 সালে রাজ্য গঠনের 50 বছর পূর্ণ হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের 75 বছর পূর্তি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 2022-এর মধ্যে তাঁর ‘নতুন ভারত’ গঠনের লক্ষ্যের রূপরেখা তৈরী করেছেন এবং সেই লক্ষ্য পূরণে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের ত্রিপুরাকে পরিবর্তনের লক্ষ্যও ‘স্বর্ণিম ত্রিপুরা’ গড়ার দিশাতেই তৈরী। আমাদের সরকার তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৩৭. মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে, পূর্বতন সরকারের বিরাট আর্থিক বোঝা মাথায় নিয়েও নতুন সরকার জনসাধারণ ও কর্মচারীদের আশা আকাঙ্খার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তা করতে গিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চাহিদাকে সামনে রেখে ভারত সরকার থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা, কর কাঠামোয় বিভিন্ন সংস্কার এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করতে হয়েছে।

১৩৮. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি 2018-19 বছরের বাজেট প্রস্তাব এই মহতী সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।